মালা

অবিনাশ ভৌমিক

মালবিকা রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেল। শুধুমাত্র একটি নামী মার্চেন্ট অফিসের উচচপদস্থ অফিসারের বউ হয়ে জীবন কাটালে তো আর বিখ্যাত হতে পারতো না মালবিকা। বড় জোর বাহারি সাজপোশাক, চড়া মেক-আপ, ভালো খাওয়া দাওয়া , ছেলেকে কেষ্টবিষ্টু করা আর পরিচিত মহলে কিছু সমীহ বা ঈর্ষা র স্বাদু স্বাদ নিয়েই সুখী বা আরো বেশী সুখে সুখী না হতে পারার দুঃখে দুঃখীহয়েই জীবন কাটাতে হত।

কিন্তু সে তো পরিচিত সুখ দুঃখের স্বাদ , যা অনেকেই পায়টায়। বিখ্যাত হওয়ার স্বাদ যে আলাদা, তা মালবিকা মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করলো। যেন ধেনো মদের তীব্র ঝাঁঝ চারিয়ে গেল ওর রক্তের পতিটি কণায়। কলকাতার অনেক দৈনিকেই ভেতরের পাতায় হলেও বেশ বড় করেই ছাপা হয়ে গেলো ওর সাহসিকতার সংবাদ। স্থানীয় সংবাদপত্রে ব্যানার হেডলাইন পেল মালবিকা। অঞ্চলেরলো াকেরা চোখ গোল গোল করে শুনল বা পড়ল এই সংবাদ। মেয়েরা যেন গর্বিতা হবে না ঈর্ষান্বিতা হবে ঠিক করে উঠতে না পেরে একইসঙ্গে এ দুয়ের একটা মিশ্র অনুভূতির শিকার হল। বিবাহিত পুষেরা পড়ল একটু বিপাকে । বুদ্ধিমানেরা বউয়ের সামনেমালবিক ার সাহসের প্শংসায় বিরত থেকে শুনল এক ধরণের কটূক্তি, আর বোকারা প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে শুনলো আর এক ধরণের। তবে মালবিকার বাড়ি কয়েকদিন ধরে রিপোর্টার আর নারী- পুরুষের গলার শব্দে গমগম করতে লাগল। আর একই গল্প বারবার সব াইকে শোনাতে গিয়ে মালবিকার গলা ভেঙে বসে গেল , যার জন্য ওকে স্থানীয় ই. এন. টি. স্পেশালিস্ট ডাক্তার এলোকেশী সমাদ্দ ারের চেম্বারে ছুটতে হলো।

এলোকেশী ওর ডাকাত ধরার খবর ইতিমধ্যেই পেয়েছিল। তাই মালবিকা যখন এলোকেশীকে ভিজিট দিতে গেলো, ও মুখটা যেন লজ্জায় একটু ঘুরিয়ে নিয়ে মাছি তাড়াবার মতো করে ডান হাতটা নেড়ে বললো - না, না, ওসব কেন ভাই, ছিঃ! নিলে আমার পাপ হবে। মালবিকা আর কথা বাড়ালো না, এলোকেশীকে পাপী করে নিজে পাপী হতে চাইলো না।

মালবিকার বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল দিন পাঁচেক আগে। পূর্ববঙ্গের ভাষায় নেহাতই পোলাপান ডাকাত, সংখ্যায় চারজন। অবশ্যহ াতে অস্ত্র থাকায় বাৎসল্যরস জাগেনি মালবিকার মনে। ওরা দুজন ছিল নিচে পাহারায়, দরজা ভেঙে দুজন ঢুকেছিল ওদের বেডমে। মালবিকা আর ওর স্বামী পুলকেশ জেগে বসে ছিল ডাকাতদের ঘরে ঢোকার অপেক্ষায়। পাশের ঘরে ঘুমের ভান করে মটকা মেরে পড়ে ছিল এদের বারো বছরের ছেলে পিন্টু।

ডাকাত দুজন ঘরে ঢোকার পর পুলকেশ চাবির গোছাটা মেঝেয় ছুঁড়ে দিয়ে বলল, যা নেওয়ার নিয়ে চলে যাও। এতে ওদের একজনের বোধহয় একটু অপমান হল। বলল - চাবি ওভাবে ছুঁড়ে দিলেন কেন, ভদ্রতাও জানেন না? অবশ্য যা দিনকাল, ব্যবহার তে া এ রকমই হবে। মালবিকা ভেবে দেখলো সোনাদানা তো সব লকারে। তবে গলায় এক ভরির ওপর একটা সোনার হার আছে। ত াই একটু নরম গলায় পুলকেশকে বলল - চাবির গোছাটা ওদের হাতে তুলে দিলেই পারতে। দেখছো না, দুধের বাচ্ছা সব, ভদ্রঘরের ছেলে । নেহাত অভাবের তাড়নায়-- প্রথম ছেলেটি দ্বিতীয়কে বলল - বউদি বেশ সিমপ্যাথেটিক মাইরি । দাদার মতো নয়। দ্বিতীয় জন বলল - হ্যাঁ, মেয়েদের মন বেশ নরম হয়, বিশেষ করে সোনাদানার ব্যাপারে। শুনে মালবিকা একটু দমে গেল।

দ্বিতীয় ছেলেটির হাতে একটা পিস্তল ছিল। ও গিয়ে বসল সোফায়, একটা সিগারেট ধরালো। প্রথমটির হাতে ছিল একটা চপার। ও সেটা দ্বিতীয়জনের পাশে সোফার ওপর রেখে চাবির গোছাটা নিয়ে এগিয়ে গেলো গোদরেজ আলমারির দিকে। আলমারি খুলে হ াতড়াতে লাগল জিনিসপত্র। মালবিকা বলল - ভাই, এ কাজে তো অনেক পরিশ্রম, মুখ শুকিয়ে গিয়েছে দেখছি। একটু কোকাকোলা খাবে ? ছেলেটি সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল - দিন , খাই । মালবিকা চপারের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল- ভাই তুমি তো কাজে ব্যস্ত, এখন খাবে, না কাজ মিটে গেলে ? ছেলেটি কাজ করতে করতেই ঘাড় না ফিরিয়ে জবাব দিল -দিন, খেতে খেতে কাজ করি। ম ালবিকা খাট থেকে নেমে গিয়ে ফ্রিজ থেকে কোকাকোলার বড় বোতলটা বের করল। দুটো গ্লাসে কোকাকোলা ঢেলে দুজনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে আবার এসে বসল খাটের ওপর। নার্ভাস হাতে কোকাকোলা ঢালতে গিয়ে বেশ কিছুটা মেঝেতে পড়ে গেল। মালবিকা যথাসম্ভব নরম গলায় পিস্তলকে জিজ্ঞাসা করল - তোমার বাড়িতে কে কে আছেন ভাই ? ছেলেটি গাসে আর একটা চুমুক দিয়ে বলল - আমরাও তো এক ধরনের সন্ন্যাসী, পূর্বাশ্রমের সংবাদ দেওয়ার নিয়ম নেই আমাদের। মালবিকা বিস্মিত হয়ে বলে ফেললো - সন্ন্যাসী? ছেলেটি গ্লাসে আর এক চুমুক দিয়ে নির্বিকারভাবে বলল - তাছাড়া আর কি? বিষয়বিষের জ্বালা থেকেমানুষকে মুক্তি

দিয়ে আমরা তাদের মোক্ষ লাভের পথে এগিয়ে দিই, আর সেই বিষ কণ্ঠে ধারণ করে নিজেরা নীলকণ্ঠ হই।
মালবিকা বুঝে উঠতে পারলো না ছেলেটির কথায় ব্যঙ্গের সঙ্গে একটু বেদনাও মিশে ছিলো কি না। জিজ্ঞেস করলো
- তুমি তো শিক্ষিত বলেই মনে হয় ভাই, কথাও বেশ সুন্দর বলতে পার, চাকরির চেষ্টা কর না কেন?
- দিন না একটা, গ্রেড ফোরের চাকরি হলেও হবে।
- আমি কি চাকরী দেওয়ার মালিক, ভাই ?
- হ্যাঁ, চাকরী দেওয়ার মালিক কেউ নয়, সবাই বিনা পয়সায় উপদেশ দেওয়ার মালিক।
- অনেক সময়ে একটু পয়সাকড়ি ছাড়তে পারলে চাকরি টাকরি হয়েও যায় শুনেছি।
- ছেড়েও ছিলাম একবার। বাবার কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে দিয়েছিলাম এক মুবিবকে। তারপর মুবিবও হাওয়া, চাকরিও হাওয়া। টাকাট া দিতে বাবার কষ্ট হয়েছিল।
- আমাদের সমাজব্যবস্থাই এর জন্য দায়ী ।
- হ্যাঁ, তা তো বটেই। সমাজব্যবস্থাই তো আপনাদের যা দেওয়ার দিয়েছে আর আমাদের যা না দেওয়ার দেয়নি।
- এখন দেশে একটা বিপ্লব দরকার।
- হ্যাঁ, তা দরকার । নেতৃত্ব দিন, সঙ্গে আছি।
- আমাদের দ্বারা আর কি তা সম্ভব? বয়েস হয়েছে, ঘর সংসার আছে, সন্তান আছে। এবার ছেলেটি একটু হাসলো। চপারের মতো ধারালো ব্যঙ্গের হাসি। হয়তো ব্যঙ্গের সঙ্গে একটু তিক্ততাও ছিল সে হাসিতে। একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল - বিপ্লবটা প্রথম শু কর া দরকার ভন্ডামির বিদ্ধে। মালবিকা চুপ করে গেলো। বুঝলে, ছেলেটির সঙ্গে কোন আমড়াগাছি চলবে না।
মালবিকা এবার ঘাড় ঘুড়িয়ে প্রথম ছেলেটির দিকে তাকলো। দেখলো, ছেলেটি নোটের প্যাকেটগুলি একটা ব্যাগে ঢোকাচ্ছে। ওগুলো যে যাবে তা জানত মালবিকা। পুলকেশ আজই পনেরো হাজার টাকা তুলে এনেছে মালবিকার ফরমাশ মতো কিছু কেনাক াটার জন্য। ছেলেটি ব্যাগটা নিয়ে সোফায় এসে বসল। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বেশ মউজ করে টানতে টানতে দ্বিতীয় ছেলেটিকে বলল - এবার বাকি কাজটা করে চল্ কেটে পড়ি। দ্বিতীয় ছেলেটি ডান হাতে পিস্তল বাগিয়ে ধরে উঠে এসে দাঁড়ালো ম ালবিকার সামনে । বলল - হারটা খুলে দিন বউদি। মালবিকা এতক্ষণ এই ভয়টাই পাচ্ছিল। হারটা বছর দুয়েক আগে পুলকেশের কাছ থেকে টাকা নিয়ে মালবিকাই সেনকো থেকে কিনে এনেছিল সবসময় পরবে বলে। একবার শেষ চেষ্টা করে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল - বাবা, ছেলে হয়ে মায়ের গলার হার নিয়ে নেবে? ছেলেটি এবার হো হো করে হেসে উঠে বলল - বউদির পোষ্ট থেকে এত ত াড়াতাড়ি প্রমোশন পেয়ে মা হয়ে গেলেন? মালবিকা কাতর গলায় বলল - কিন্তু হারটা যে আমার বাবা আমার বিয়ের সময়ে দিয়েছিলেন ভাই। এটা তোমাকে দিয়ে দিলে উনি যে স্বর্গেও শান্তি পাবেন না। ছেলেটি একটু হেসে বলল - কিন্তু প্রাণটা দিয়ে দিলে উনি যে আরও অশান্তি পাবেন।
পুলকেশ এতক্ষণ চুপচাপ সব কান্ডকারখানা দেখছিল। এবার বলল - হারটা খুলে দাও , মালু। মালবিকা কাঁদতে কাঁদতে একটুসময় নিয়ে হারটা খুলতে লাগল। এমন সময়ে কিছুদূর থেকে বেশ কয়েকটি কণ্ঠের ডাকাত , ডাকাত চিৎকার যেন ক্রমশ এগিয়েআসছে বলে মনে হল। নিচ থেকে একটা হুইস্লও বেজে উঠল। প্রথম ছেলেটি চট করে ব্যাগটি তুলে নিয়ে দ্বিতীয়জনকে উত্তেজিত গলায় বলল - বিলুর হুইসল। সামনে বিপদ , জলদি বেরিয়ে আয়। বলেই চপারটা না নিয়েই ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।
দ্বিতীয় ছেলেটি একটানে হারটা ছিঁড়ে নিলো মালবিকার গলা থেকে। তারপর ছুটে বেরিয়ে যেতে গিয়ে মেঝেতে পড়ে- থাকা কোক াকোলায় পা পিছলে উপুড় হয়ে পড়ল। পিস্তটা হাত থেকে ছিটকে গিয়ে পড়ল কিছু দূরে। সঙ্গে সঙ্গে মালবিকা আহত বাঘিনীর মতে া ঝাঁপিয়ে পড়ল ছেলেটির পিঠের ওপর। কিল,চড়, ঘুঁষি মারতে মারতে বলল - হারটা দিয়ে দে হারামজাদা। পুলকেশের হঠাৎ নজরে পড়ল সোফায় পড়ে থাকা চপারটার দিকে। ছুটে গিয়ে হাতে তুলে নিল সেটা। বাগিয়ে ধরে বলে উঠল - হারটা দিয়ে দে , ন াহলে কুপিয়ে মারবো শুয়োরের বাচচা। ছেলেটি হারটা দিয়ে দিল মালবিকাকে। ও সেটা ব্লাউজের ভেতর পুরে ফেললো।
বাড়িতে লোকজন ও রিপোর্টার আসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর একদিন পুলকেশ আর মালবিকা বিকেলে নিরিবিলি বসে ছিলো পাশ াপাশি দুটো বেতের ইজিচেয়ারে দোতলার ব্যালকনিতে। পুলকেশ একসময়ে মালবিকাকে বললো - তুমি তো বেশ বিখ্যাত হয়ে গেলে, মালু। মালবিকা একটু ঝাঁঝের সঙ্গে বলল - কেন তোমার সহ্য হচ্ছে না বুঝি, অহমিকায় লাগছে? পুলকেশ একটু হেসে উত্তর দিল - না, তা কেন, এতে তো আমারও সুবিধে। এখন থেকে প্রয়োজনীয় সব কাজে তোমাকেই পাঠাব। খ্যাতির যেমন বিড়ম্বন াও থাকে, সুবিধেও থাকে। বিশেষ করে খ্যাতি ভাঙিয়ে কাজ হাসিলের ব্যাপারে।
মালবিকা ঠিক এ লাইনে এখনো ভাবেনি, খ্যাতিতেই মশগুল ছিল। হঠাৎ যেন একটা নতুন আলো এসে পড়ল এর মনে। একটু খুশি হয়ে বলল - বাবা, তোমার বুদ্ধি তো আমার চেয়েও খোলতাই দেখছি। পুলকেশ প্রশংসায় খুশি হল, কারণ মালবিকা মাঝে মাঝেই ওকে বোকা বলে খোঁটা দেয়। তবে মালবিকার খ্যাতি ওকে যে একটু দগ্ধ করে না তাও নয়। এতদিন মালবিকা একজন উচচপদস্থ

অফিসারের বউ হিসাবেই পরিচিত ছিল। এখন থেকে কি ওকে একজন অসুরদলনীর স্বামী হিসাবে পরিচিত হতে হবে?
দুজনে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল । একসময়ে পুলকেশ বলে উঠলো - আচ্ছা মালু, তুমি তো সেদিন ছেলেটিকে হারটা দিয়ে দিতে অত টালবাহানা করছিলে কেন, বলো তো? ওর হাতে তো পিস্তল ছিল। গুলি না করলেও মারধোর তো করতে পারত।
মালবিকা একটু চুপ করে থেকে বলল
- তা বলে হারটা দিয়ে দেব ওকে?
- পনের হাজার টাকা তো আমরা অনায়াসেই দিয়ে দিলাম।
- তা বলে সোনা নেবে, ইয়ার্কি?
- কেন, মাত্র ছ-সাত হাজার টাকা খরচ করে তো ঠিক ওরকমই একটা হার কিনে দিতে পারতাম তোমাকে।
- সোনা আর টাকা এক হল?
- টাকা সোনায় পরিবর্তিত করলে তো টাকাই সোনা হয়ে যায়, মালু। টাকাই সোনা হয়, আবার কখনো সোনাই টাকা হয়।
- তুমি তো রামকৃষ্ণ হয়ে গেলে দেখছি। টাকা মাটি, মাটি টাকা। তাও বেশী টাকা শেয়ারে ইনভেস্ট না করে জমি কিনে রাখতে বলেছিলাম। শুনলে না, বেদখল হয়ে যাবে ভয়ে।
- রিস্ক না নেওয়াই ভাল মালু। এই সেদিন যদি রিস্ক নিতে গিয়ে তোমার কিছু হয়ে টয়ে যেত তাহলে?
- আমি মরে গেলে তো তোমার ভালোই হয়, অল্পবয়সী একটা সুন্দর মেয়েকে বিয়ে করে বেশ ফুর্তিতে জীবন কাটাতে পার।
- না, না তা কি করে হয়, পিন্টু আছে না?
- ও পিন্টু না থাকলে করতে, তাই না?
- ছি ছি, কি যে বল, কথাটা আমি অন্যমনস্ক হয়ে বলে ফেলেছি। পিন্টু না থাকলেও তোমার কিছু হয়ে-টয়ে গেলে আমি আর ও পথে পা বাড়াতাম না। তোমার স্পন্দ্বতি বুকে নিয়ে সন্ন্যাসীর মতো বাকী জীবন কাটিয়ে দিতাম।
- ওসব আমড়াগাছি আমার সঙ্গে কোরো না, পুষ মানুষকে বিশ্বাস নেই।
- বিশ্বাস কাউকেই নেই মালু।
মালবিকা কথা বাড়াল না, চুপ করে গেল। কারণ মালবিকার এ ব্যাপারে একটা দুর্বলতা আছে। পুলকেশের একটা দুর্বলতার কথাও কি মালবিকা জানে না? তবে সমাজে তো পুরুষের সাত খুন মাপ, নিন্দে মেয়েদেরই হয়।
পৌরসভা আর এ ব্যাপারটা নিয়ে দেরী করতে চাইল না স্থানীয় সংবাদপত্রের সমালোচনার ভয়ে। তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল মালবিকাকে ওর সাহসিকতার জন্য পৌরসভা থেকে নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হবে। সঙ্গে দেওয়া হবে পরম বীরাঙ্গনা স্বর্ণ পদকএ-ও ঠিক হল একজন মহিলা মন্ত্রীকে আনা হবে এ উপলক্ষে। অটোতে মাইক লাগিয়ে এই সংবাদ অঞ্চলে প্রচারও করে দেওয়া হল। যথাযোগ্য জায়গাগুলিতে পৌঁছে দেওয়া হতে লাগল আমন্ত্রণলিপি। গুত্বপূর্ণ কয়েকটি জায়গায় টাঙানো হলো ফেস্টুন।
অবশেষে অনুষ্ঠানের দিন এসে গেল। অনুষ্ঠান শু হওয়ার কথা সন্ধ্যা ছটায়। পাঁচটাতেই সেজেগুজে তৈরী হলো মালবিকা আর পুলকেশ। পৌরসভা থেকে গাড়ি পাঠাতে চেয়েছিল। কিন্তু বেশ উদারতার সঙ্গে মালবিকা বলেছিলো - ওসব আবার কেন, নিজেদের গাড়িতেই যাব। তখন ঠিক হয়েছিল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ পৌরসভা থেকে লোক এসে নিয়ে যাবে। ওরা দুজন পাশাপাশি বসে অপেক্ষাকরছিল লোকটিক্ক র জন্য।মালবিকা আজ সেজেছিল মানানসই। মুখে খুব হালকা প্রসাধন ছিলো। সিঁথিতে টেনে দিয়েছিল বেশ চওড়া, দীর্ঘ সিঁদুরের রেখা । গোল করে একটা বড়ো সিঁদুরের ফোঁটা দিয়েছিল কপালে। পরনে ছিল দামী ঢাকাই শাড়ি। ব্লাউজের হাতা প্রায় কনুই পর্যন্ত । ডান হাতে বালা, পলা, শাঁখা। বাঁ হাতে রিস্টওয়াচ। পায়ে কোলাপুরী চপ্পল। ব্লাউজের শেষ প্রান্ত আর শাড়ির ওপরের প্রান্তর মধ্যে ব্যবধান রেখেছিল সামান্যই। পুলকেশের পরনে ছিলো ধুতি - পাঞ্জাবী। পিন্টু বাড়ি ছিল না, কোচিংয়ে গিয়েছিল।
কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর পুলকেশ বলল - তোমাকে ঠিক মা-দুর্গার মতো লাগছে। মালবিকা একটা প্রাণঘাতী কটাক্ষ হেনে বলল - যাঃ! অসভ্য, বউকে কেউ মা বলে! পুলকেশ হাসতে হাসতে বলল - কেন, রামকৃষ্ণ তো সারদামণিকে দেবীজ্ঞানে পূজা করতেন। মালবিকা একটু ঠোঁট টিপে হেসে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল - কথাটা মনে থাকে যেন। পুলকেশ হেসে উত্তর দিল - মনে থাকলে তোমারও কষ্ট।
এমন সময় ওরা দেখল পৌরসভার ছেলেটি ওদের বাড়ির দিকেই আসছে। ওরা দুক্সজন নিচে নেমে গেল। পুলকেশ বলল, মাতিতে না চেপে সিংহের পিঠে চেপে গেলে তোমাকে মানাত ভাল। মালবিকা বলল - পুষ সিংহ তো পাশেই আছে। গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করল ড্রাইভার। ওরা দুক্সজন পেছনের সিটে বসল। সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে ছেলেটি।
পৌরসভার অডিটোরিয়ামের মঞ্চে এসে ঢুকল ওরা দুক্সজন। সমবেত দর্শকমন্ডলী তুমুল করতালিধবনিসহ মালবিকাকে অভিনন্দিতকরল। ওদের দুজনকে মঞ্চের পথম সারির মাঝের দিকের দুটি চেয়ারে। বিশিষ্ট অতিথিরা সবাই এসে গিয়েছিলেন। ঠিক

মাঝের চেয়ারটি ছাড়া আর সব চেয়ারই পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল জ্ঞানবৃদ্ধ গুণিজনে। মাঝের চেয়ারটি মন্ত্রীর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। উনি এখনও এসে পৌঁছাননি। দূরদর্শনের লোক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ছবি নিচ্ছিল।
অডিটোরিয়ামের বাইরে ছিল বেশ ভিড়। দাঁড়িয়ে ছিল কয়েকটি পুলিশের গাড়িও। পুলিশ কন্‌স্টেবলরা বন্দুক নিয়ে ঘোরাফেরা কর াছিল।
ভিড় থেকে একটু দূরে ত্রাচে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল এক বুড়ি। ডান পাক্সটা কাটা। পাশেই দাঁড়িয়ে একটি রং ময়লা যুবতী। বুড়ি মেয়েটিকে জিজ্ঞেক্ক স করল - মিনিসিপালটিতে আইজ কি হইতাছে রে সুরী? যুবতীর নাম সুরমা। ও একটু উদাস গলায় উত্তর দিল- একটা বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল। সেই বাড়ির বউটার গলা থেকে সোনার হার ছিনিয়ে নেওয়ার পর ও নাকি একটা ডাকাত ধরে ফেলেছিল। তাই পৌরসভা থেকে ওকে সংবর্ধনা ও সোনার মেডেল দেবে। বুড়ি বলল - বাঃ, মাইয়াডার তো খুব সাহস। দ্য াশের মুখ উজ্জ্বল করছে। চল্ না, ভিতরে ঢুইক্কা মাইয়াডারে একটু দেহি। সুরমা বিরক্ত হয়ে বুড়ির দিকে তাকিয়ে বলল - তোমার কি বয়স হয়েছে বাতাসে? এখানে গণ্যমান্য ভদ্রলোকেরা সব আসবে। মেয়ে মন্ত্রীও আসবে। আমাদের দেখেই বুঝবে আমরা পাশের বছিব্ধপ্পগ্নস্র। আমাদের ঢুকতে দেবে কেন?
বুড়ি তবু হাল ছাড়ল না। বলল - ওই পুলিশ ছ্যামড়াডারে বইল্লা একবার ঢুইক্কা দেইখ্যাই বাইর হইয়্যা আমু। এত সাহসী মাইয়াড াতে একবার দেখুম না। সুরমা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল - লোকে বলে হারটা ছিনিয়ে নেওয়ার পর ডাকাতটা বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিল। সেই সময় স্বামী- স্ত্রী মিলে ওকে ধরে ফেলে। তোমার সাহস ওর চেয়ে অনেক বেশী। বুড়ি অবাক হয়ে বলল -আমার আব ার সাহস কি রে সুরি? সুরমার এবার অবাক হওয়ার পালা। ও একদৃষ্টিতে বুড়ির দিকে তাকিয়ে বলল - তুমি ভীষণবোকা মাসি।
বছর দশেক আগের একটা রাতের কথা মনে পড়ে গেল সুরমার। স্বামী রিক্সা চালায়, ও পাঁচ বাড়িতে ঠিকে ঝিয়ের কাজ করে। ওর পাশের খুপরিতেই থাকত বুড়ি একমাত্র ছেলেকে নিয়ে। ছেলে ছিলো বউ-মরা নিঃসছব্ধপ্পগ্নন্দান। রোজগার ভালো নয় বলে আর বিয়ে করতে সাহস হয়নি। ছেলে কাজ থেকে ফেরেনি তখনও। সুরমার স্বামীও নয়। ও মাদুর পেতে মেঝেতে শুয়ে ছিল। একটু তন্দ্রা মতোএসেছিল। হঠাৎ খেয়াল হল ওর বুকের ওপর একটা ভারী কিছু চেপে রয়েছে। চমকে জেগে উঠে দেখল একটা মানুষ। সঙ্গে সঙ্গেলোকটার হাত এসে পড়ল ওর মুখের ওপর। লোকটা চাপা গলায় বলল - চুপ কর্ মাগি, চ্যাঁচাবি না। গলা কেটে শেষ করে দেব। সুরমার গায়ে তখন শক্তি ছিল। ও এক ঝটকায় মুখের ওপর থেকে লোকটার হাত সরিয়ে দিয়ে চিৎকার করে উঠল -মাসি অ ামার সর্বনাশ হয়ে গেল।
বুড়িও একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল। চটকা ভেঙে উঠে পড়েই ছুটে এলো সুবক্ক মার ঘরে। মুহূর্তেই বুঝে ফেলল ব্যাপারটা। ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার ওপর। লোকটা মেঝে থেকে চপার তুলে নিয়ে মারল এক কোপ বুড়ির ডান পায়ে। বুড়ি আর্তনাদ করে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল। লোকজন আওয়াজ পেয়ে ছুটে আসতে লোকটা চপারটা ঘোরাতে ঘোরাতে দৌড়ে পালিয়ে গেলো।
হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কিছুদিন পর বুড়ির পায়ে গ্যাংগ্রিন দেখা দিল। কেটে বাদ দিতে হল হাঁটু পর্যছব্ধপ্পগ্নন্ত ডান পাক্সটা। চিকিৎসার খরচ বস্তির লোকেরাই চাঁদা তুলে চালাল। হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার পর তারাই চাঁদা তুলে ত্রাচ কিনে দিল বুড়িকে। বুড়িকয়েক বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করত, তা বন্ধ হয়ে গেল। কিছুদিন পর বুড়ির ছেলে একটা মেয়েকে বিয়ে করে মাক্সকে ফেলে বস্তি ছেড়ে চলে গেল। সেই থেকেই সুরমা আর ওর স্বামী বুড়িকে খাওয়ায়, পরায়। ইতিমধ্যে সুরমার একে একে দুই মেয়ে হয়েছে। বুড়িই তাদের দেখভাল করে।
এমন সময়ে সুরমার চিন্তার স্রোত কেটে গেল সাইরেনের শব্দে। মন্ত্রীর গাড়ি এসে দাঁড়াল কমিউনিটি হলের গেটের সামনে। মন্ত্রীর বয়স বেশী নয়। গাড়ি থেকে নেমে সিকিউরিটি পরিবেষ্টিত হয়ে উনি বেশ ক্ষিপ্র পায়ে গিয়ে উঠে পড়লেন মঞ্চে।
কিছুক্ষণ পর মাইকে ঘোষণা শোনা গেল, মাননীয়া মন্ত্রীমহোদয়া আপনাদের সামনে এইমাত্র এসে উপস্থিত হলেন। এবার সভার ক াজ শু হচ্ছে। প্রথমে উদ্‌বোধনী সংগীত গেয়ে শোনাচ্ছেন শ্রীমতি সুস্তিতা ভট্টাচার্য্য । একটু পরেই রবীন্দ্রসংগীত ভেসে এল,তোরা যে যা বলিস ভাই আমার সোনার হরিণ চাই। গান শেষ হলে পৌরসভার তরফ থেকে একজন ঘোষণা করল একটা আনন্দসংবাদ দিচ্ছি। এইমাত্র খবর পেলাম, শ্রীমতি মালবিকা চৌধুরীর এলাকার পুরপিতা গতরাত্রে বাড়ি ফেরার পথে ওঁর বাড়ির সামনে একটা মরা বেড়াল পড়ে থাকতে দেখে স্বহস্তে সেটি তুলে নিয়ে গিয়ে নিজের বাড়ির সামনে ফেলে দিয়ে বাড়িতে ঢুকে পড়েন ধাঙড় দিয়ে অ াজ পরিষ্কার করাবেন বলে। বিপুল করতালিধবনির সঙ্গে সংবাদটি অভিনন্দিত হল।
এরপরই মালবিকার সাহসিকতার প্রশংসা করে মন্ত্রীমহোদয়া সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখলেন। অন্যত্র জরী কাজ থাকায় সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার সাইরেন বাজিয়ে ফিরে গেলেন। পরবর্তী বক্তা ছিলেন স্থানীয় প্রবীণ কবি কুসুমকোমল গড়গড়ি। বক্তব্যের শেষের দিকে তিনি বললেন শ্রীমতী মালবিকার দুঃসাহসের সংবাদ কানের ভেতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করার পরই যেন বুকের গভীরে ধাক্কা খাই, বেশ জোরালো ধাক্কা । সচেতন মন কিছুটা আবছা ভাবে যেন বুঝতে পারছিল অবচেতনে ত্রমশ দানা বেঁধে উঠছে শ্রীমতীকে নিয়ে একটা কবিতা। দানাবাঁধার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আজই হয়তো গভীর রাত্রে কবিতাটি জন্ম নেবে আর কাল

কাকভোরে নবজাত শিশুটিকে নিয়ে সমর্পন করব শ্রীমতীর করকমলে।

পরের বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ শ্রীযুক্ত অচলায়তন তফাদার। তিনি তাঁর বক্তব্যের শেষের দিকে একটু আবেগপ্রবণ হয়ে গলাক াঁপিয়ে বললেন শ্রীমতী মালবিকার সাহসিকতা এই মুহূর্তে মনে পড়িয়ে দিচ্ছে তিনজন মহান ভারতীয় নারীর বীরত্ব-গাথা। তাঁরা হলেন ঝাঁসির রানী, মাতঙ্গিনী হাজরা, আর প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। আমি পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কাছে আবেদন রাখছি তাঁরা যেন পাঠ্যপুস্তকে মালবিকা মায়ের বীরত্বকাহিনী অর্ন্তভুক্ত করে জাতিগঠনে মহৎ ভূ মিকা পালন করেন।

সুরমা যেন কিছুটা বিরক্ত আর অসহিষ্ণু হয়ে বুড়ির হাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল - চলো, চলো আর এখানে নয়, আমার আবার বাজার করতে হবে। বুড়ি একটু অসহায়ভাবে বলল - কী সোন্দর সোন্দর কথা কইতাছে মাইয়াডারে লইয়া। আরেকটুকুন থাকি না, সুরি। সুষমা এবার বেশ রেগে গিয়ে বলল -তাহলে তুমি থাকো, আমি চলি। তোমার মতো বোকার হদ্দ বুড়ি আমি আরজীবনে দেখিনি। অগত্যা বুড়ি বলল - চল্।

দুজনে রেললাইন পেরিয়ে বাজারে এল। টুকিটাকি কিছু বাজার করে সুরমা বুড়িকে সঙ্গে নিয়ে এসে দাঁড়াল একটা ফুলের দোক ানের সামনে। একটা বেলফুলের মালা কিনলো। বুড়ি ফোকলা দাঁতে একগাল হেসে বলল - রাত্তিরে বরের গলায় পরাইবি বুঝি? ওকি আর আগের মতো তোরে আদর - সোহাগ করে না? কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটু রহস্যের হাসি হেসে সুরমা বলল - চলো, আমার ঘরে চলো। দ্যাখো, কার গলায় পরাই।